মুখবন্ধ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা সরকারের একটি নিয়মিত প্রকাশনা। সমীক্ষাটি অন্যান্য বাজেট দলিলের সাথে জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয়। সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন নীতি ও কৌশল এবং অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, 'The Perspective Plan of Bangladesh, 2010-2021: Making Vision 2021 A Reality' প্রণয়ন করে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক সুদৃঢ় ভিত্তি। এ উদ্দেশ্যে সরকার অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি খাতে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। এ লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ২০১০-১৫ সালের জন্য প্রণীত হয় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। এখন সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে। বাজেট ব্যবস্থাপনায় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহে ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রতিফলন ঘটেছে, তবে ষষ্ঠ পরিকল্পনার সব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

৩. বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে বাংলাদেশে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬ শতাংশের ওপর। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৬.০৬ শতাংশে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫১ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করেছে। একটি রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যবিহীন এবং জনসমর্থনহীন হরতাল ঘোষণা এবং তার সংঙ্গে জ্বালানো-পোড়ানোর সন্ত্রাসী কার্যক্রম গ্রহণ অর্থনীতিকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত করে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এ আঘাত দ্রুত সামাল দেয়া সম্ভব হয়েছে এবং যে কারণে এবারের প্রবৃদ্ধি গতবছরের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

৪. ২০১৫ সালের প্রথম দিকে সৃষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিঘ্নকারী পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। মূল্যস্ফীতির হার অর্থবছরের শুরুতে জুলাই ২০১৪ এর ৭.০৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে এপ্রিল ২০১৫ এ ৬.৩২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। রপ্তানি পরিস্থিতির ক্রমান্বয়ে উন্নতি হচ্ছে এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে গতিশীলতা আসায় আমদানি ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে গত অর্থবছরের রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং চলতি বছরে প্রথম দশ মাসে রেমিটেন্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.০৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে এনবিআর কর্তৃক আহরিত কর রাজস্বের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সালের শুরুতে সৃষ্ট সাময়িক অস্থিতিশীলতার কারণে অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার ফলে এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৫. সমীক্ষায় দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ এবং অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বেসরকারি খাত উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিবরণও দেয়া হয়েছে। সমীক্ষার তথ্য ও উপাত্ত উৎসাহী পাঠক, নীতি-নির্ধারক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী, আগ্রহী ব্যক্তি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন পূরণ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

৬. মূল্যবান তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সহযোগিতা করেছে আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ সমীক্ষাটি প্রণয়ন, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যে পরিশ্রম করেছেন সে জন্য তাঁদেরকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়